Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Citizen's Platform
Brief
ডিসেম্বর ২০১৯ সংখ্যা ২৯

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০: সংবিধানের আলোকে সমতলের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকার ও বর্তমান অবস্থা

প্রেক্ষাপট

২০২১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করবে। তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে যে দেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেটি এখন পৃথিবীর অন্যতম উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সামাজিক কিছু সূচকেও প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। কিন্তু বিদ্যমান গতানুগতিক এই উন্নয়ন চিন্তার বাহিরের চিত্রটাও আমাদের দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এখনও দেশের প্রায় ২১.৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে রয়েছে– যার মধ্যে অতিদরিদ্র রয়েছে ১১.৩ শতাংশ।[১]

দেশের একটি বিরাট সংখ্যক মানুষের আয়ে খুব সামান্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং তাতে মৌলিক চাহিদাগুলোর ন্যুনতম মেটাতে পারলেও তাদের বেশিরভাগই মৌলিক অধিকার, মর্যাদাপূর্ণ জীবিকায়ন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক থেকে অনেক দূরে রয়েছে। দেশের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষ যেখানে দেশের মোট আয়ের ৩৮ শতাংশ অর্জন করেন, সেখানে সবচেয়ে গরিব ১০ শতাংশ মানুষ পান মোট আয়ের মাত্র ১ শতাংশ।[২] এই প্রশ্ন এখন প্রবলভাবে উঠছে যে, এই যে সকল অর্জন নিয়ে আমরা আত্মতৃপ্তিতে ভুগছি তার সুফল কী সবাই সমানভাবে পাচ্ছে?

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুফল মুষ্টিমেয় মানুষের হাতেই সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে সমতলের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষ তথাকথিত সামাজিক স্তরবিন্যাসের একেবারে প্রান্তে অবস্থান করছে, এবং সে কারণে উন্নয়নের খুব সামান্যই তাদের ভাগ্যে জোটে। মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং তথাকথিত চুঁইয়ে পড়া উন্নয়ন মডেলে তাদের কাছে যা পৌঁছায়, তা একজন মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ, স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলমন্ত্রই ছিল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও বৈষম্যহীনতা। বাংলাদেশের সংবিধানও সবটা না হলেও অনেক অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে যার মূলসুর ১৯ (১) অনুচ্ছেদে: *সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন-* ধ্বনিত হয়েছে।

কিন্তু বর্তমান উন্নয়ন চিন্তা সংবিধানের মূলসুর কীভাবে ধারণ করছে তার নির্মোহ বিশ্লেষণ এখন সময়ের দাবি। বিশেষ করে সমতলের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষ, তাদের দারিদ্র শুধুমাত্র টাকার অংকে মাপা যাবে না, কিংবা মাপা যাবে না ক্যালরীর হিসেবেও। তাদের দারিদ্র মাপতে আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় পরিমাপক প্রয়োজন হবে। কিন্তু বহুমূখী এই দারিদ্র মাথাপিছু গড় আয় দিয়ে মাপতে গিয়ে অধিকারের মতো অবশ্যম্ভাবী একটি দিককে উপেক্ষা করে।

দান-খয়রাতের উন্নয়ন দর্শন কিছু সহায়তা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হলেও টেকসই উন্নয়নের জন্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না। তাই, উন্নয়ন ত্রুটি এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত অসামঞ্জস্যতার দরূণ পিছিয়ে পড়া সমতলের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রয়োজন অধিকারভিত্তিক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি। বিশেষ করে রাষ্ট্র যখন ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে পৌঁছাতে জাতীয় অগ্রগতি নিশ্চিত করতে চায় তখন তা আরও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

---

[১] খানার আয় ও ব্যয় নির্ধারণ জরিপ ২০১৬, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

[২] দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ অক্টোবর ২০১৭, দেখুন: https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1346191/১০-শতাংশ-ধনীর-হাতে-৩৮-শতাংশ-আয়

[৩] সংহতি (২০১৬); আদিবাসী শিক্ষা, ভূমি ও জীবনের অধিকার; বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের দাবি অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৩০ লক্ষ আদিবাসী মানুষের বসবাস যার দুই-তৃতীয়াংশ সমতলের আদিবাসী।

বিদ্যমান বাস্তবতায় সমতলের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর অবস্থান

সমতলে আদিবাসী মানুষের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষাধিক[৩] যারা দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলে বাস করে। এই সংখ্যাটি আনুমানিক যার ভিত্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কিছু গবেষণা। কিন্তু ২০১১ সালের জনগননায় এই সংখ্যাটিকে ৮ লক্ষের কিছু বেশি দেখানো হয়েছে। এছাড়া পেশা ও বর্ণের ভিত্তিতে বিভাজিত দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা প্রায় ৫৫ লক্ষ।[৪] যদিও এই সংখ্যা নিয়েও সংশ্লিষ্টদের মধ্যে মতদ্বৈততা রয়েছে। শিক্ষা, আয়, কর্মসংস্থান, আবাসন এবং ভূমি মালিকানার মত জীবিকায়নের মৌলিক বিষয়গুলোতে তারা পিছিয়ে আছে। উপরন্তু, বিশেষ করে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গি যার কেন্দ্রে রয়েছে 'অস্পৃশ্যতা' যা তাদের বিকাশের পথে অন্যতম বাধা।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে নির্বাচনের পূর্বে অঙ্গীকার করেছিলেন জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্র বাস্তবায়ন করা হবে। অথচ, ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আদিবাসী শব্দটির পরিবর্তে সংবিধানে উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ইত্যাদি শব্দ যোগ করা হয়। যদিও একই সংবিধানের ২৮ (১) অনুচ্ছেদে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের বৈষম্য প্রদর্শন না করার কথা বলা আছে।

দলিত ও সমতল আদিবাসীদের অনন্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিলীন হয়ে যাচ্ছে। জাতীয় সংসদে সমতলের আদিবাসী সাংসদ রয়েছেন মাত্র একজন, অন্যদিকে কোন দলিত সাংসদ নেই বা সাংসদ নিজেকে দলিত হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। সরকার বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করতে বেহাত হচ্ছে সমতলের আদিবাসীদের ভূমি। একইভাবে নগরাঞ্চলে সরকারি ভূমি বেহাত-বেদখল হলেও, বহু বছর যাবৎ খাস জমিতে বাস করে আসা দলিত-হরিজনদের ভূমির মালিকানা বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে না, কোথাও কোথাও উচ্ছেদের হুমকিও দেয়া হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং আদিবাসী ও দলিত মানুষের অধিকার

বৈশ্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার হিসেবে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ১৭টি উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) নির্ধারিত হয় যার মূলসুর কাউকে পিছিয়ে রেখে নয় বরং সবাইকে সাথে নিয়েই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ হতে হবে। সরকার এসডিজি অভীষ্টে পৌঁছানোর বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিয়ে বিস্তারিত কর্ম-কাঠামো প্রণয়ন করেছে।

এসকল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং চিন্তায় দলিত ও সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের বিষয়টি কীভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হিসেবে তাদের অধিকারভিত্তিক উন্নয়নে কী বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং সেখানে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব কোন মাত্রায় ছিল তা মূল্যায়ন করা অত্যন্ত জরুরী। আমাদের জানা মতে, সরকারের এসডিজি পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবায়ন কমিটি ৬ মাস পরপর অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশ করছে, কিন্তু সে প্রতিবেদনে দলিত ও সমতলের আদিবাসীদের উন্নয়ন হিস্যা কতোটুকু উঠে আসছে সেটি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এছাড়া তাদের পরিচয়ের সংকট তো রয়েছেই।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা এবং সমতলের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর বাস্তবতা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সমতলের আদিবাসী ও দলিতদের অধিকার ও সেবা প্রাপ্তির চিত্রটিতে চোখ বোলালেই তাদের জীবনের অসহায়ত্বের শোচনীয় দিকটি উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

অভীষ্ট ১: দারিদ্র বিলোপ - বাংলাদেশের জাতীয় দারিদ্র্যের হার যেখানে ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে, সেখানে দলিতদের মধ্যে তা এখনও ৯০ শতাংশ ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে তা ৮০ শতাংশ[৫]; দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতার দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হচ্ছে; এমনকি সামাজিক সুরক্ষায় অন্তর্ভূক্ত মানুষের সংখ্যাও অত্যন্ত নগণ্য। জাতীয় পর্যায়ে এটি ২৮.৭ শতাংশ[৬] হলেও, দলিত-আদিবাসীদের বিষয়ে পৃথক কোন তথ্য নেই।

অভীষ্ট ৩: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ - স্বাস্থ্যকর্মীদের অনুপাত ও স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশগম্যতা নগণ্য। অস্পৃশ্যতার কারণে অনেকেই হাসপাতালে যেতে পারেন না। স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশগম্যতা নিয়ে কোন সরকারি তথ্য/উপাত্তও নেই;

---

[৪] সমাজসেবা অধিদপ্তর, ২০১৭

[৫] কাপেং ফাউন্ডেশন। দেখুন: https://www.kapaeengnet.org/wp-content/uploads/2018/11/Factsheet-E-version-1.pdf

[৬] তৌফিকুল ইসলাম খান, এসডিজি ধারণা ও বাংলাদেশ, সিপিডি

অভীষ্ট ৪: মানসম্মত শিক্ষা - প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের হার মূলস্রোতধারার মানুষের চেয়ে কম, এবং অস্পৃশ্যতা ও মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগের অভাবে ঝরে পড়ার হারও বেশি। এ বিষয়েও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য/উপাত্ত নেই।

অভীষ্ট ৫: জেন্ডার সমতা - আদিবাসী ও দলিত নারীরা প্রতিনিয়ত ঘরে ও বাইরে শারীরিক ও যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন; তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহের ঘটনাও অনেক বেশি।

অভীষ্ট ৬: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন - নিরাপদ খাবার পানি ও পয়েঃনিষ্কাশন নেই, বিশেষত হরিজন কলোনীগুলোতে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

অভীষ্ট ৮: শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি - সরকার বছর বছর উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেখিয়ে গেলেও সেই প্রবৃদ্ধির সুফল দলিত ও সমতলের আদিবাসীদের কাছে পৌঁছুচ্ছে না। বাংলাদেশের বর্তমান গড় আয় ১৭৫১ ডলার বা টাকার মূল্য ১,৪৩,৭৮৯ টাকা[৭], কিন্তু দলিতদের ক্ষেত্রে তা ৭৮,২৫২ টাকা এবং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে তা ৫৯,৮৮০ টাকা[৮]।

অন্যদিকে, অর্থনৈতিক সেবাসমূহে সমতলের আদিবাসী ও দলিতদের প্রবেশগম্যতা প্রায় নেই; বাণিজ্যিক ব্যাংক, ঋণ, বীমা বা অন্যান্য অর্থনৈতিক সেবা পাচ্ছে এমন মানুষের সংখ্যা নগণ্য। যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের হার অত্যন্ত বেশি। বিরাট সংখ্যক যুবক শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত নয় এবং তাদের বিশেষ কোনও দক্ষতাও নেই। অথচ সংবিধানের ১৫ (খ)-এ কাজের অধিকার এবং যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার প্রদানের অঙ্গীকার রয়েছে।

অভীষ্ট ১০: অসমতা হ্রাস - সার্বিকভাবে দেশের গড় আয় বৃদ্ধি পেলেও তা দলিত ও সমতলের আদিবাসীদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে না। দলিত ও সমতলের আদিবাসী মানুষদের গড় আয় বর্তমানে জাতীয় গড় আয়ের অনেক নিচে, এবং তাদের গড় আয়ে প্রবৃদ্ধির হার গড় আয়ে জাতীয় প্রবৃদ্ধির অনেক নিচে। একইভাবে বৈষম্যমূলক আইন, প্রথাগুলো এখনও বিদ্যমান।

অভীষ্ট ১১: টেকসই নগর ও জনবসতি - শহরের দলিতদের আবাসন সংকট প্রকট, যা টেকসই নগর গড়ার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা। হরিজন কলোনীগুলোতে কোন পৌরসেবা নেই, নিরাপত্তা নেই, অপরাধপ্রবণতা বেশি এবং নগরের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমন্বয় তো দূর, এদের কোন স্থানই নেই।

অভীষ্ট ১৩: জলবায়ু কার্যক্রম - দলিত ও সমতলের আদিবাসীদের মত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষেরা জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় রয়েছেন।

অভীষ্ট ১৬: শান্তি, ন্যায়বিচার এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান - দলিত ও সমতলের আদিবাসীসহ সকল নাগরিকের জন্যই সুশাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণমূলক শাসন-পরিচালন এখনও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত করা যায়নি ।

সরকারের কিছু উদ্যোগ

চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির (যেমন বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, দুগ্ধদানকারী দুস্থ মায়ের জন্য ভাতা, স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ নারীর ভাতা ইত্যাদি) আওতা বাড়লেও তার কতখানি দলিত ও সমতলের আদিবাসীর জন্য ব্যয় হবে তা আলাদা করে তা যেমন বলা নেই তেমনি বাস্তবিক কত শতাংশ তাদের অনুকূলে ব্যয় হয় তারও আলাদা তথ্য পাওয়া যায় না। এছাড়া অংশগ্রহণকারী নির্বাচন ও সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি তাদের অধিকারকে আরও সংকুচিত করছে।

সমতলের আদিবাসীদের জন্য "বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)" নামে ২০১৭-১৮ সালে ৩০ কোটি, ২০১৮-১৯ সালে ৪০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ ছিল যা এবারের, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে বেড়ে হয়েছে ৬০ কোটি টাকা। কিন্তু এই সামান্য পরিমাণ অর্থ যদি আনুমানিক ১৫ লক্ষ সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে ভাগ করা হয় তাহলে মাথাপিছু প্রাপ্তিটা নগণ্য হচ্ছে। অন্যদিকে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য এ বছর বাজেটে বরাদ্দ রয়েছে ৬৭ কোটি টাকা। তবে এখানে দলিতদের নামোল্লেখ করে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। এমনকি, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কোন সুস্পষ্ট সংজ্ঞাও দেয়া হয়নি। এখানেও পরিচয় সংকট একটি বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

---

[৭] দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮। দেখুন: https://www.prothomalo.com/economy/article/1558057/বাংলাদেশের-মাথাপিছু-আয়-এখন-১৭৫১-ডলার-প্রবৃদ্ধি

[৮] দলিত ও সমতল আদিবাসী খানা জরিপ, ২০১২, হেকস/ইপার

সমতলের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর অধিকারভিত্তিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ

- আদিবাসী ও দলিত পরিচয়ের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।
- অবিলম্বে 'বৈষম্য বিলোপ আইন' পাশ করতে হবে এবং সমতলের আদিবাসী ও দলিতদের আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানে পৃথক ও স্বাধীন ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে এবং বেদখল হয়ে যাওয়া সমতলের আদিবাসীদের জমি তাদের মালিকানায় ফিরিয়ে দিতে হবে।
- ২০২১ সালের জনশুমারিতে সমতলের আদিবাসী ও দলিতদের অন্তর্ভূক্ত করে তাদের বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- সমতলের আদিবাসী ও দলিতদের জন্য পৃথক অর্থনৈতিক ও কৃষি শুমারি করতে হবে।
- এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জন এবং সমতলের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক নীতি-কাঠামো ঢেলে সাজাতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতি কাঠামো যেমন - পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল ২০১৫, জাতীয় খাদ্য নীতি, জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০৬, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, বাংলাদেশ ডেল্টা পরিকল্পনা ২১০০, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ ইত্যাদিতে দলিত ও সমতলের আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য অধিকারভিত্তিক অগ্রাধিকার অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে সমতলের আদিবাসী ও দলিতদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে পৃথক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।
- সমতলের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।
- দলিত ও সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদে কোটা সংরক্ষণের মাধ্যমে সমতলের আদিবাসী ও দলিত মানুষের, বিশেষত নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলিত ও সমতলের আদিবাসী মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- চলমান সরকারি কার্যক্রম বিশেষ করে মৌলিক সেবাসমূহে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনয়নে সমতলের আদিবাসী ও দলিতদের গণকেন্দ্রিক পরিবীক্ষণ বাড়াতে হবে।
- সমতলের আদিবাসী ও দলিত অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থানীয় প্রশাসন, সাংস্কৃতিক একাডেমি, স্থানীয় বিদ্যালয় ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে সমতলের আদিবাসী ও দলিতদের নিয়োগ দিতে হবে।
- পৌর কার্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে দলিত কোটা অনুসরণ করতে হবে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে হবে।
- পৌর এলাকায় সরকারি কলোনীতে বসবাসরত দলিতদের আবাসন সমস্যার সমাধান করতে হবে।

HEKS EPER

এই ব্রিফটি প্রস্তুত করেছে হেকস/ইপার (www.en.heks.ch/was-wir-tun/landesprogramm-bangladesch)। হেকস/ইপার এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

ব্রিফটিতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের। এই মতামত কোনোভাবেই এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বা প্ল্যাটফর্ম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতামতের প্রতিফলন নয়।

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ বৈশ্বিকভাবে গৃহীত 'টেকসই উন্নয়ন অর্জনে এজেন্ডা ২০৩০' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে গঠিত দেশের নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। ২০১৬-র জুনে নাগরিক সমাজের ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে এ প্ল্যাটফর্ম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এ প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হলো, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি নিশ্চিত করা। এজেন্ডা ২০৩০ বাস্তবায়নের ব্যাপকতা ও চ্যালেঞ্জের দিকগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় এর সফলতার ক্ষেত্রে বহু-অংশীজনভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর এই ধারণা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েই প্ল্যাটফর্মটির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশব্যাপী এসডিজি বাস্তবায়নে কাজ করছে এমন ৮৮টি সংস্থা বর্তমানে প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠন হিসেবে যুক্ত রয়েছে।

www.bdplatform4sdgs.net BDPlatform4SDGs BDPlatform4SDGs

সচিবালয়: **সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা**
ফোন: (+৮৮ ০২) ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২ ওয়েব: www.bdplatform4sdgs.net ই-মেইল: coordinator@bdplatform4sdgs.net